One Liner Shots (মৌর্য বংশ)

মৌর্য রাজবংশ সম্পর্কে তথ্য

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (324/321 - 297 খ্রিঃপূঃ)

- চাণক্যের সহায়তায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।
- **মুদ্রারাক্ষস, অর্থশাস্ত্র এবং জাস্টিনের এপিটোমের** মতো বিভিন্ন গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তের উল্লেখ করা হয়েছে।
- গ্রীক বিবরণ তাকে **সান্দ্রোকোটোস** বলে উল্লেখ করে।
- চন্দ্রগুপ্তের উৎপত্তি স্পষ্টভাবে জানা যায়না। প্রাচীনতম গ্রীক সূত্র তাকে অ-যোদ্ধা বংশের বলে উল্লেখ করে।
- হিন্দু পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি সম্ভবত একজন শূদ্র মহিলার সন্তান।
- অধিকাংশ বৌদ্ধ গ্রন্থ চন্দ্রগুপ্তকে ক্ষত্রিয় হিসেবে বর্ণনা করে।
- **চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট বলা হয়।**
- **চাণক্য বা কৌটিল্য** কৌশলটি প্রদান করেন এবং পরপর কয়েকটি ধারাবাহিক যুদ্ধে চন্দ্রগুপ্ত ধননন্দকে পরাজিত করেন এবং প্রায় **321 খ্রিস্টপূর্বাব্দে** মৌর্য সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন।
- 305 খ্রিস্টপূর্বাব্দে, চন্দ্রগুপ্ত এবং সেলুকাস নিকেটরের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, যেখানে চন্দ্রগুপ্ত বেলুচিস্তান, পূর্ব আফগানিস্তান এবং পশ্চিম সিন্ধুর কয়েকটি অঞ্চল অধিগ্রহণ করেন। তিনি সেলুকাস নিকেটরের কন্যা হেলেনাকেও বিয়ে করেছিলেন।
- সেলুকাস গ্রীক রাষ্ট্রদূত **মেগাস্থিনিসকে** চন্দ্রগুপ্তের দরবারে প্রেরণ করেন। মেগাস্থিনিস **ইন্ডিকা** গ্রন্থটি লিখেছিলেন।

➔ চন্দ্রগুপ্ত কলিঙ্গ এবং দক্ষিণের কয়েকটি স্থান ছাড়া প্রায় সমগ্র ভারতকে এক কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন।

➔ চন্দ্রগুপ্ত **জৈন ধর্মের** অনুসারী ছিলেন।

➔ জৈন ঐতিহ্য অনুসারে, তিনি ভদ্রবাহুর সাথে **শ্রবণ বেলাগোলায়** যান এবং কথিত আছে যে তিনি অনাহারে (সাল্লেখানা) মৃত্যুবরণ করেন।

নোট: চাণক্য

- চাণক্য ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শিক্ষক এবং পরে চন্দ্রগুপ্তকে প্রধান মন্ত্রী হিসেবে সহায়তা করেন।
- তাঁর অন্যান্য নাম ছিল **বিষ্ণুগুপ্ত ও কৌটিল্য।**
- চাণক্য **'অর্থশাস্ত্র'** রচনা করেন। এটি হল ভারত ইতিহাসের প্রথম রাজনৈতিক গ্রন্থ।
- বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্যকে বলা হয় **'ভারতের ম্যাকিয়াভেলি'**।

বিন্দুসার (324/321 - 297 খ্রিঃপূঃ)

➔ তিনি ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পুত্র ও পরবর্তী শাসক।

➔ তাকে **অমিত্রঘাত** বলা হত, যার অর্থ 'শত্রুদের হত্যাকারী'।

➔ গ্রীক লেখকরা তাকে **অ্যামিট্রোকেটস** বলে সম্বোধন করেছেন।

➔ স্ট্রাবোর মতে, **ডেইমাকাস** বিন্দুসারের দরবারে একজন গ্রীক রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

➔ তিনি **আজীবক সম্প্রদায়ের** পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং **বরাবর গুহাটি** আজীবকদের দান করেছিলেন।

➔ তার শাসনকালে মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমা কর্ণাটকে অবধি সম্প্রসারিত হয়েছিল।

➔ বিন্দুসার দুই সাগরের মধ্যবর্তী ভূমি জয় করেন।

➔ পশ্চিমের শাসকদের সাথেও তাঁর কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল।

অশোক (269 - 232 খ্রিঃ পূঃ)

➔ তিনি ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয় মৌর্য শাসক এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা।

➔ বিন্দুসারের রাজত্বকালে অশোক **উজ্জয়িনী ও তক্ষশীলার ভাইসরয়** নিযুক্ত হন।

➔ অশোকের আনুষ্ঠানিক রাজ্যাভিষেক হয়েছিল **269 খ্রিস্টপূর্বাব্দে।**

➔ তিনিই প্রথম রাজা যিনি তার শিলালিপির মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন।

➔ **কলিঙ্গ যুদ্ধ 261 খ্রিস্টপূর্বাব্দে** অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অশোকের **13তম মেজর রক এডিক্ট** থেকে কলিঙ্গ যুদ্ধ সম্বন্ধে জানা যায়।

➔ উপগুপ্ত কর্তৃক **260 খ্রিস্টপূর্বাব্দে** অশোক **বৌদ্ধ ধর্মে** দীক্ষিত হন।

- ➔ বৌদ্ধধর্মের একজন মহান প্রবক্তা হওয়ায়, তিনি তার পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘমিত্রাকে শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য পাঠান।
- ➔ তার উপাধি ছিল **ধর্মশোক, দেবনামপ্রিয় এবং প্রিয়দর্শী।**
- ➔ **তৃতীয় বৌদ্ধ পরিষদ** পাটলিপুত্রে তাঁর শাসনকালে সংগঠিত হয়েছিল।
- ➔ অশোক **ধম্ম** প্রবর্তন করেন এবং বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীতে ধম্ম প্রচারের জন্য **ধর্ম মহামাত্য** নিয়োগ করেন।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন

কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল:

- ❖ অশোকের বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা এবং পশুহত্যার উপর নিষেধাজ্ঞা ব্রাহ্মণদের প্রভাবিত করেছিল। এটি শেষ পর্যন্ত অশোকের বিরুদ্ধে বিদ্বেষে পরিণত হয়।
- ❖ বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য কৃষিজনিত রাজস্বের চেয়েও বেশি রাজস্বের প্রয়োজন ছি;ল।
- ❖ কিছু কিছু মৌর্য প্রদেশে নিপীড়নমূলক নিয়ম এর পতনকে ত্বরান্বিত করে।
- ❖ বৃহত্তর সেনাবাহিনীর পাশাপাশি আমলাতন্ত্র বজায় রাখার আর্থিক সংকট।
- ❖ অশোকের পর দুর্বল উত্তরসূরিরা এত বড় কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হন।
- ❖ শেষ মৌর্য শাসক, বৃহদ্রথ, তার প্রধান সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ কর্তৃক নিহত হন। এরপর পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মগধে শুঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।